দৈনিক সংবাদ
DEC 1987

226

মেডিক্যাল ভর্তি সমস্যা

বাংলাদেশের ৮টি মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি পরীক্ষায় মেধা তালিকা ছাড়াও কিছুসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী অপেক্ষমাণ তালিকা হতে ভর্তির সুযোগ পেয়ে থাকে। কিন্তু ১৯৮৬-৮৭ সেশনে অপেক্ষমাণ তালিকাসহ মোট ১২০০ আসনে ছাত্রছাত্রীকে ভর্তি করা হয়েছে অথচ ভর্তি পরীক্ষার পূর্বে নিয়মাবলীতে উল্লেখ ছিল, কোন মৌখিক পরীক্ষা ও অপেক্ষমাণ তালিকা নেয়া হবে না। তারপর ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার কিছুদিন পর হঠাৎ করে অপেক্ষমাণ তালিকা প্রকাশ করা হয় যাহার মধ্যে বিভিন্ন ভেদবিধ ও কারচুপির সম্ভাবনা থাকতে পারে। এটাও পরিলক্ষিত হয় যে, ভর্তির নিয়মাবলীতে যে সকল ছাত্র-ছাত্রী অনিয়মিত বলে গণ্য তার ভর্তি পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বর হতে ২'৫ নম্বর কর্তন করা হয়। ফলে তাকে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অনেক পিছনে যেতে হয় এবং ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে হয়। অথচ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে অনিয়মিত ও নিয়মিত ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সমান অধিকার দেয়া হয়। তাই ১৯৮৭'৮৮ সেশনে ভর্তি পরীক্ষার মেধা ও অপেক্ষমাণ তালিকা একই সাথে প্রকাশ এবং অনিয়মিত ছাত্র-ছাত্রীদিগকে নিয়মিত ছাত্র-ছাত্রীদের মত সমান সুযোগ দেয়ার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মোঃ হাফিজ ১মবর্ষ (সম্মান), গণিত বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

দূরশিক্ষণে সি ইন এড চাই

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাইড কর্তৃপক্ষ ১৯৮৫ সনের জুলাই থেকে দূরশিক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে বি, এড কোর্স সাফল্যজনকভাবে পরিচালনা করে আসছেন। এ পদ্ধতি চালু হলে বিভিন্ন মহল কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছে। আর ঐ কোর্স চালুর ফলে অনেক প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষক প্রশিক্ষণ নিয়ে ছাত্রছাত্রীদেরকে সঠিক পদ্ধতির মাধ্যমে পাঠদান করে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আত্মনিয়োগ করতে সক্ষম হয়েছে।

বাংলাদেশে এখনও অসংখ্য বেসরকারী হাইস্কুল, জুনিয়র স্কুল ও প্রাইমারী স্কুল রয়েছে এবং এসব স্কুলে অনেক জুনিয়র শিক্ষকও রয়েছেন। কিন্তু এ সব শিক্ষকের কোন প্রশিক্ষণ নেই বা স্কুল থেকে প্রশিক্ষণের কোন ব্যবস্থাও করা হয় না। যার ফলে ঐ প্রশিক্ষণবিহীন জুনিয়র শিক্ষকদের দ্বারা সঠিক পদ্ধতির মাধ্যমে শ্রেণীকক্ষে পাঠদান অনেকাংশে ব্যাহত হচ্ছে। এদিকে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করারও চেষ্টা চলছে। তাই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ উপরোক্ত বিষয় বিবেচনা করে দেশ ও জাতির স্বার্থে দূরশিক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে সি,ইন,এড কোর্স চালু করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন বলে আশা রাখি।

[redacted]ার দাস,
সলপুর, বাজিতপুর, [redacted]গঞ্জ।

প্রসঙ্গ : পরীক্ষা নামের এ প্রহসন

গত ২৬শে কার্তিক দৈনিক 'সংবাদ'-এ প্রকাশিত মাদারীপুর থেকে জনাব তারিক ইব্রাহিম স্থানীয় সরকারী নাজিমউদ্দিন কলেজে অনুষ্ঠানরত এ বছর স্নাতক (পাস) পরীক্ষায় গণনকল সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন চিঠিপত্র কলামে প্রকাশ করেছেন। তার ঠিক পরের দিন ২৭শে কার্তিক সংবাদ-এর চিঠিপত্র কলামে গফরগাঁও থেকে মোঃ শামসুজ্জামান গফরগাঁও সরকারী কলেজ কেন্দ্রের একই পরীক্ষায় গণনকল, দুর্নীতি ও অব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তৃত প্রতিবেদন একই চিঠিপত্র কলামে প্রকাশ করেছেন। পরীক্ষা পরিচালক কর্তৃপক্ষ কেমন উপায়হীন হয়ে পড়েছেন এ পচনশীল সমাজ ব্যবস্থার তারই একটি বাস্তব ও করুণ চিত্র ফুটে উঠেছে প্রতিবেদন দু'টিতে। কয়েকদিন পূর্বে দৈনিক সংবাদ-এর উপসম্পাদকীয়তে গাছপাথর তার 'সময় বহিয়া যায়' শীর্ষক কলামে এসম্পর্কে কিছু আলোচনা করেছেন। কয়েক মাস পূর্বে অধ্যাপক গোলাম সামদানী কোরেশীর 'পরীক্ষা নামের এ প্রহসন' ও 'নকল নিয়ে কিছু কথা' প্রকাশিত হয়েছে। বিষয়টি খুবই জরুরী এবং গুরুত্ব বলে আমি মনে করি। এবিষয়ে অধ্যাপক কোরেশী শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী ও জন-নেতাদের নিকট থেকে যেমন যুক্তিযুক্ত আলোচনা প্রত্যাশা করেছিলেন তেমন কোন ধরনের আয়োজন হয়েছে বলে আমার জানা নেই। তবে বাংলাদেশ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সেমিনার অনুষ্ঠানে বিষয়টি নিয়ে কিছু আলোচনা হয়েছে বলে দেরীতে হলেও আমাদের দেশের দু'টি সরকারী কলেজের পরীক্ষা পরিচালনা ও অব্যবস্থার যে বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন সে জন্য জনাব তারিক ইব্রাহিম ও মোঃ শামসুজ্জামানকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। শ্রদ্ধেয় ডঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। প্রকৃতপক্ষে পরীক্ষা পদ্ধতির এমনি নাজুক অবস্থা প্রায় সর্বত্রই বিরাজমান। আমরা সবাই কোন রকম ম্যানেজ করে যাচ্ছি। ঘরে বসে আসর গরম করলেও বাইরে কোথাও মুখ খুলছি না, অস্বীকার করছিনা যে এর বাস্তব অবস্থা অবর্তমান। তাই শ্রেণীগত হিসেবে দুর্বল শিক্ষককুল আজ মূক ও বধির হয়ে পড়েছেন। আজ কেন আমরা Bogus-booতে পরিণত হয়েছি তা ভেবে দেখা দরকার। এ অবস্থা পরিবর্তনের জন্য প্রশাসনিক কর্মকর্তা, সমাজ ও দেশের জননেতাগণ যদি আন্তরিক হন তবে অবশ্যই আমাদের শিক্ষকদের জবানবন্দি বা লিখিত বিবরণের অপেক্ষা না করে বাস্তব ও কঠোর কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যেমন বঙ্গবন্ধুর সরকারের আমলে পরীক্ষায় নকল প্রবণতার জন্য কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। এব্যাপারে অবশ্য শিক্ষক, ছাত্র, অভিভাবক, জননেতা ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে ঐক্যবদ্ধভাবে অবরোধ গড়তে হবে নকলপ্রবণতার বিরুদ্ধে। তাহলে পরীক্ষা নামের এ প্রহসন অনেকটাই বন্ধ হতে পারে বলে আমার বিশ্বাস। অন্যথায় শিক্ষকদের পক্ষে আমাদের একটি দাবী হ'ল [illegible] জন ছাত্র-